২৪ ঘণ্টায় নতুন কোনো করোনারোগী শনাক্ত হয়নি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় কারো করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়নি বলে জানিয়েছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। এর আগে শুক্রবার দুজন চিকিৎসকসহ চার ব্যক্তি প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে দেশের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে শনিবার দুপুরে অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে আসেন সংস্থাটির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

এ সময় তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আমরা আইইডিসিআরের হটলাইনে তিন হাজার ৪৫০টি কল পেয়েছি। সবগুলোই ছিল কোভিড-১৯ সংক্রান্ত।

অধ্যাপক সেব্রিনা বলেন, এ পর্যন্ত আইইডিসিআরে এক হাজার ৬৮টি নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়। এছাড়া চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেও (বিআইটিআইডি) পরীক্ষা শুরু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে পাঁচটি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে আটটি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

সকল নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা নতুন কোনো সংক্রমণ শনাক্ত করিনি বলে জানান আইইডিসিআর পরিচালক। তিনি বলেন, তার মানে আমাদের সর্বমোট নিশ্চিত রোগীর সংখ্যা ৪৮ জন।

‘আমরা আপনাদের সুখবর দিতে চাই যে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও চারজন, যাদের মধ্যে কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণ ছিল, তাদের মধ্যে এখন কোভিড সংক্রমণ নেই। কাজেই আক্রান্ত ৪৮ জনের মধ্যে ১৫ জন সুস্থ হয়ে গেছেন।

তিনি জানান, এছাড়া যাদের কোভিড-১৯ সংক্রমণ নির্মূল হয়েছে, তাদের একটি বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তারা মোটামুটিভাবে সর্বোচ্চ ১৬ দিন পর্যন্ত হাসপাতালে ছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষণ-উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তাদের একজনের কিডনি সমস্যা ছিল, তাকে সেখানে ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি এখন করোনা সংক্রমণমুক্ত।

‘গতকাল যে চারজন করোনামুক্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনি ছাড়াও আরও একজনের উচ্চরক্তচাপ ছিল। তাকে সে অনুসারে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। বাকি দুজনের কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ ছিল না। এখন আইসোলেশনে আছেন ৪৭ জন।’

তিনি বলেন, আমরা এখন কেউ ঘরের বাইরে যাব না, এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসারিত করা হয়েছে। কাজেই সবাইকে সেখানকার হটলাইনে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

আইইডিসিআরের হটলাইনগুলো সবসময় খোলা রয়েছে জানিয়ে ধৈর্য ধরে সবাইকে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন।

করোনায় সতকর্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে অধ্যাপক সেব্রিনা বলেন, আমাদের সামাজিক বিচ্ছিন্নকরণের আজকের দ্বিতীয় দিন চলছে। এ পর্যন্তু আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের আদেশ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জনস্বার্থে যে আদেশ ও নির্দেশনা দেয়া হয়, সেগুলো আপনারা অবশ্যই মেনে চলবেন। জনগণের ভালোর জন্য, জনগণের সুস্থতা-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে সরকারি পদক্ষেপগুলো নিয়েছি।

‘অবশ্যই ঘরের বাইরে যাবেন না, ঘরের ভেতরে থাকবেন। ঘরের ভেতরে থেকে যে বিষয়গুলো চর্চা ও পরিচর্যা করতে বলে থাকি, সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে।’

তিনি জানান, ইতিমধ্যে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন। কাশি শিষ্টাচার অবশ্যই মেনে চলবেন। নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধোবেন। অপরিষ্কার হাতে নাক-মুখ-চোখ স্পর্শ করবেন না। যাদের বয়স ষাটোর্ধ্ব কিংবা যাদের দীর্ঘমেয়াদি রোগ রয়েছে, তারা অবশ্যই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে নিজের ঘরের ভেতরেই থাকবেন। একদম নিজের ঘর থেকে বের হবেন না।

কারও সঙ্গে হাত-মেলানো, কোলাকুলি করা থেকেও বিরত থাকার আহ্বান জানান সেব্রিনা। ‘আমাদের পরিকল্পনায় যে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল, তাতে রোগের বিস্তারটাকে ভাগ করে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে,’ যোগ করেন আইইডিসিআরের পরিচালক।

সুত্র -যুগান্তর

২৬ রানে অলআউট হয়ে নিউজিলযান্ডের

করোনাভাইরাসের হিংস্র থাবায় লণ্ডভণ্ড বিশ্বের ক্রীড়াসূচি। গোটা বিশ্বেই এখন কোনো খেলাধুলা নেই। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, হকি, ভলিবল, বাস্কেটলসহ সব ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিত রয়েছে। কোথাও গড়াচ্ছে না কোনো টুর্নামেন্ট কিংবা ম্যাচ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এ পরিস্থিতিতে কিভাবে মাত্র ২৬ রানে অলআউট হয়ে টেস্টে সর্বনিম্ন রানের বাজে রেকর্ড গড়ল নিউজিলযান্ড? আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

১৯৫৫ সালের এই দিনে লজ্জার রেকর্ডটি গড়েন কিউইরা। ৬৫ বছর পরও যা অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওই দিন অকল্যান্ডে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলতে নামে নিউজিলযান্ড-ইংল্যান্ড।

প্রথম ইনিংসে ২০০ রানে অলআউট হন স্বাগতিকরা। জবাবে নিজেদের ফার্স্ট ইনিংসে ২৪৬ রান করেন ইংলিশরা। সেসময়কার নিয়মানুযায়ী, ২৫ ও ২৬ মার্চ প্রথম ২ দিনের খেলার পর ২৭ মার্চ বিশ্রাম করেন দু’দলের খেলোয়াড়রা।

তবে ২৮ মার্চ নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেই বিপাকে পড়ে নিউজিলযান্ড। সফরকারীদের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এতে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে সর্বনিম্ন রানে গুঁড়িয়ে যাওয়ার ন্যাক্কারজনক রেকর্ড গড়ে দলটি।

দলের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ২ অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন ওপেনার ব্রেট সাটক্লিফ (১১)। বাকিরা মোবাইল নাম্বারের সংখ্যা তুলেন।

ঐতিহাসিক ওই ম্যাচে ইংল্যান্ডের হয়ে প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিক করেন বব অ্যাপ্লিয়ার্ড। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি শিকার করেন সর্বোচ্চ ৪ উইকেট।

নিউজিল্যান্ডকে এ বাজে রেকর্ড থেকে বাঁচাতে গেল বছর এগিয়ে এসেছিল আয়ারল্যান্ড। লর্ডস টেস্টে ক্রিকেটের সেই আঁতুড়ঘরের দলটির কাছেই নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে অলআউট হয় তারা।

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

মেহেরপুরে ১৩ জন হোম কোয়ারান্টিনে গত ২৪ ঘণ্টায়

সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন করোনাভাইরাস। আক্রান্তের তালিকায় কোন দেশ নেই, তা খুঁজতে এখন রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হবে। মহামারি ঠেকাতে নানা উদ্যোগ চলছে। এই ভাইরাস মানুষকে ঘরবন্দী করে ফেলেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ১৩ জন হোম কোয়ারান্টিনে ভর্তি হয়েছেন। মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫ জন গাংনী উপজেলায় ৭ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১ জন হোম কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ।

এ নিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় মোট ৪৬৮জন হোম কোয়ারান্টিনে ছিলেন।বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় মোট ২২৪ জন হোম কোয়ারান্টিনে আছেন। বাকিদের হোম কোয়ারেন্টি থেকে ছাড়ে দেয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাছ ব্যবসায়ীদের মাক্স বিতরণ মেহেরপুর শহরের

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মেহেরপুর শহরের মাছ ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে মাক্স বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুরের মাছ ব্যবসায়ী বড়বাজার এলাকায় মাছ ব্যবসায়ীদের মাঝে মাক্স বিতরণ করা হয়।

মাছ ব্যবসায়ী মহিদ উপস্থিত থেকে মাছ ব্যবসায়ীদের হাতে মাক্স তুলে দেন। এসময় ব্যবসায়ী মহিদ বলেন নিজেকে রক্ষা করার জন্য অন্তত মাক্স ব্যবহার করতে হবে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে ধূমপানে ঝুঁকির মূল কারণ

করোনাভাইরাস (COVID-19) একটি তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ। এটি গুরুতর সংক্রমণ, যা সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবিত করে এবং ভাইরাস সংক্রমণের কারণ হয়ে থাকে। ধূমপানের ধোঁয়া ফুসফুস টিস্যু এবং সারা শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এটি করোনাভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের সুরক্ষা করতে পারে না।

ধূমপানের ফলে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। সংক্রমণের মাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ধূমপান করে না এমন ব্যক্তির চেয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া এবং বাষ্পীয় অ্যারোসল অথবা ই-সিগারেট ফুসফুসের প্রদাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত রোগব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধূমপান বা ই-সিগারেট ধূমপায়ীদের করোনাভাইরাস দ্বারা মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ধূমপান ফুসফুসের প্রতিরোধ ক্রিয়াকে দমন করে এবং

(এনআরটি) সন্ধান করা প্রয়োজন। এটি আমাদের সবার জন্য উদ্বেগজনক সময় এবং মানুষ নিজের সুরক্ষা এবং অন্যকে সুরক্ষার উপায় সন্ধান করছে। এ সময় ধূমপান বন্ধ করা বা থামানো সেরা কাজগুলোর মধ্যে একটি হতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর

হোম কোয়ারেন্টিনে কেমন কাটছে খালেদা জিয়ার?

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ২৫ মাস কারাভোগের পর মুক্তি পেয়েছেন। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন তিনি। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কোয়ারেন্টিনের প্রথম দিনটি কেমন কেটেছে, বৃহস্পতিবার তা দেখে এসেছেন চিকিৎসকরা।

খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজার দোতলায় থাকছেন। সেখানে নিকটাত্মীয়দের প্রবেশেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার কক্ষে যেতে হলে পাশের আরেকটি কক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক পরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেখানে হোম কোয়ারেন্টিনের নিয়মাবলি মেনেই চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরের পর খালেদা জিয়ার বাসায় যাওয়া চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর ডা. এফএফ রহমান, প্রফেসর ডা. রজিবুল ইসলাম, প্রফেসর ডা. আব্দুল কুদ্দুস, প্রফেসর ডা. হাবিবুর রহমান, প্রফেসর সিরাজ উদ্দিন ও প্রফেসর ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন।

বেরিয়ে এসে জাহিদ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসকদের পরামর্শে খালেদা জিয়া সেলফ কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। তার অবস্থা আগের মতোই। তবে বাসায় নিজস্ব পরিবেশে অবস্থান করার কারণে তার ভেতরে মানসিক স্বস্তি কাজ করছে।

চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল।

আনুষ্ঠানিকতা শেষে বুধবার বিকাল সোয়া ৪টায় হাসপাতাল থেকে বাসার উদ্দেশে রওনা হন খালেদা জিয়া। সোয়া ৫টায় বাসায় পৌঁছেন তিনি।

এ সময় তার পরনে ছিল ‘ট্রেডমার্ক’ হয়ে ওঠা গোলাপি শাড়ি, চোখে সানগ্লাস, আর মুখে মাস্ক। ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার নিজে গাড়ি চালিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেন।

সুত্র-যুগান্তর

খালেদা জিয়ার চিকিৎসা তদারকি করবেন পুত্রবধূ জোবায়দা

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) থেকে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। তার চিকিৎসার সার্বিক তদারকি করবেন পূত্রবধূ ডা. জোবায়দা রহমান। পরিবারের সদস্য ও দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে কাছে পেয়ে তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই শক্তিশালী বোধ করছেন বলে জানালেন বিএনপি নেতারা।

দীর্ঘ ২ বছরের বেশি সময় পর বাড়ি ফিরেছেন বেগম খালেদা জিয়া। করোনাভাইরাস পরিস্থিতি বিবেচনায় গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বিএনপি নেত্রী। তাকে বাসাতেই চিকিৎসা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ছোট বোন সেলিমা ইসলাম।

টেলিফোনে তিনি বলেন, উনার তো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কথা বলতে পারছেন না, উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। হাঁটতে পারছেননা, বসে থাকতেও বেশিক্ষণ পারছেন না, গায়ে হাত দিলেই ব্যথা লাগছে তার। খাওয়া

দাওয়াও করতে পারছেন না, খেলেই বমি হয়ে যাচ্ছে। মুভ করানোর মতো অবস্থা নাই। তারও মতামত বাসাতেই থাকবেন।
বিএনপি চেয়ারপার্সনের চিকিৎসার সার্বিক বিষয়ে তত্ত্বাবধান করছেন পুত্রবধূ ড. জোবায়দা রহমান। চিকিৎসা করছে দলের গঠিত মেডিকেল বোর্ড।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, অন্য যেসব চিকিৎসকরা আগে তাকে দেখতেন, তাদেরকে দিয়েই এই বোর্ড করা হয়েছে।

বুধবার প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ শেষে আগের চিকিৎসা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরার্মশ দেয় ৬ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড।

পরিবার ও দলীয় নেতাকর্মীদের দেখার পর মানসিকভাবে অনেকটাই চাঙা হয়ে উঠেছেন বলে জানালেন বিএনপির ভাইস চেয়াম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ।

তিনি বলেন, কোয়ারেন্টাইনে যে সমস্ত প্যারামিটার থাকে সেগুলো দেখার জন্য উনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আছেন, নার্স আছে। তারাই উনাকে দেখাশোনা করবেন। বিএসএমএমইউ-তে যে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল সেগুলোই কিছুটা মডিফাই করে ঠিক করা হয়েছে। বাকিটা একই আছে। মানসিকভাবে পরিবারের সদস্যদের কাছে পেয়ে হয়তো কিছুটা ভালো আছেন, শারীরিকভাবে কিন্তু তিনি সত্যিই খুব খারাপ অবস্থায় আছেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ২ বছরের বেশি সময় সাজাভোগের পর শর্তসাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তি পান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

সূত্র: সময়টিভি।

করোনায় গরিবদের খাবার সরবরাহ

ঠিক রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ

মিরপুর ৬ নম্বর কাঁচাবাজারের বেশির ভাগ দোকান বন্ধ। যে কটি দোকান খোলা, সেখানেও সব পণ্যের দাম চড়া। চাল-ডাল-শাক-সবজি-মাছ, সবকিছুর দাম এক সপ্তাহ ধরেই বাড়ছিল। গত এক দিনে তা বেড়ে অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। ক্রেতাদের অনেককে মাছ-সবজির দাম শুনে শুধু শাক ও আলু কিনে বাড়ি ফিরতে দেখা গেল।

বাজার থেকে ৬ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই মনে হলো অন্য কোনো শহরে দাঁড়িয়ে আছি। চিরচেনা সেই যানজট ও ফুটপাতে ব্যস্ত মানুষের ছুটে চলা একদম নেই। ৬ নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে ১০ নম্বর গোলচক্করের দিকে কিছুক্ষণ পরপর গুটিকয়েক বাস-প্রাইভেট কার সাঁ সাঁ করে চলছে। গলিগুলোতে যাত্রীদের আশায় হাতে গোনা কয়েকটি রিকশা; চালক হাঁকডাক দিচ্ছেন যাত্রীর আশায়। কিন্তু সাতসকালে সড়কগুলো ফাঁকা ময়দানে পরিণত হয়েছে। সড়কের দুই পাশে ছিন্নমূল মানুষগুলো হঠাৎ যেন ভোজবাজির মতো উধাও। কোথায় গেল তারা? নিজ গ্রামে?

রিকশায় উঠতেই চালক মোখলেস ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে বললেন, ‘স্যার, দুই দিন ধইরা চালের টাকাই উঠতাছে না। সব তো বন্ধ হইয়া গেছে। আজকা আপনেই ফাস্ট প্যাসেঞ্জার। ঘরে চারজন খাওয়ার মুখ, দেশের বাড়িতেও টাকা দিতে হইতো। এখন সবাইরে নিয়া গ্রামে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।’

রাজধানীর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিপুল পরিমাণে মানুষ করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় প্রায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে ফুটপাতের হকার, পরিবহনশ্রমিক ও দোকান কর্মচারী সবার একই অবস্থা। মাসের শেষে এসে এই সংকট শুরু হয়েছে। একদিকে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে গেছে, অন্যদিকে সচ্ছল লোকজন বাসায় খাদ্য মজুত করছেন। নিম্নবিত্ত বেশির ভাগ মানুষ এখনো বেতন পাননি। ফলে অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষের আয় কমে গেছে।

এ ব্যাপারে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সাবেক কৃষিসচিব এ এম এম শওকত আলী প্রথম আলোকে বলেন, সরকারের এখন পর্যন্ত করোনা পরিস্থিতির কারণে খাদ্য সহায়তার পরিকল্পনাটি ত্রাণকেন্দ্রিক। সাধারণ অন্য আট-দশটি দুর্যোগের সময় যেভাবে ত্রাণ দেওয়া হয়, সেভাবে তারা খাদ্য সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা

করছে। কিন্তু এভাবে করলে অনেক মানুষ বড় ধরনের খাদ্যসংকটে পড়বে। তিনি বলেন, শিল্প খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ তহবিল তৈরি করে এবং দরিদ্রদের একটি খাদ্য প্যাকেজের আওতায় আনতে হবে। আর পুরো পরিস্থিতি কীভাবে সামলানো যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিকল্পনা করতে হবে।

করোনা সংক্রমণের এই সময়ে দেশের দরিদ্র মানুষেরা সবচেয়ে বিপদে পড়েছেন। অতি দ্রুত দেশের এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া শুরু করা উচিত বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। দেশে সরকারি ও বেসরকারি গুদামগুলোয় পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত থাকার কথা উল্লেখ করে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দ্রুত খাদ্য সহায়তা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলছেন তাঁরা। বিশেষ করে যেসব এলাকা করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউন করা হয়েছে, সেখানে শুধু চাল ও আটা নয়, অন্যান্য খাদ্যপণ্য এবং ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা দেশের প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত চাল ও অর্থ বরাদ্দ দিয়েছি। যেখানে যতটুকু সহায়তা দরকার সেখান থেকে তা বণ্টন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ওই তালিকা জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে চূড়ান্ত হতে হবে। নয়তো দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হতে পারে। প্রয়োজন হলে আরও সহায়তা আমরা দেব। তবে আপাতত রেশন চালু করার পরিকল্পনা সরকারের নেই।’

কোন দেশ কী করছে
যাতে খাদ্যসংকট দেখা না দেয়, সে জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই নাগরিকদের জন্য খাদ্য সহায়তা দেওয়া শুরু করেছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে। রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়ে সাত কোটি রাজ্যবাসীকে ছয় মাস বিনা মূল্যে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কেরালা বিনা মূল্যে রেশন দিচ্ছে। অন্য রাজ্যগুলোও একই পথে হাঁটা শুরু করেছে। এর আগে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়াও একই সুবিধা দিয়েছিল তাদের নাগরিকদের।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ৮ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। ওই বিশেষ প্যাকেজের মধ্যে ১০০ কোটি ডলার খাদ্য কর্মসূচিও থাকছে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর

পর্যন্ত ওই খাদ্য সহায়তা চলবে বলে দেশটির সরকার।

এ ক্ষেত্রে ইউরোপের দেশগুলো আরও এগিয়ে। তারা করোনার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের খাদ্য সহায়তা তো দিচ্ছে। পাশাপাশি আরও অনেক কিছু দিচ্ছে। ফ্রান্স তার দেশের গৃহহীন মানুষের জন্য হোটেলগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আগপর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় ওই হোটেলগুলোয় গৃহহীন মানুষ থাকবেন। যুক্তরাজ্য সরকার ২৫ লাখ মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

বাংলাদেশ কী করছে
করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিটি জেলায় ২০০ থেকে ৫০০ টন করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আর নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে দুই লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা। জেলাগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যাকে বিবেচনা নিয়ে ওই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন হওয়া এলাকাগুলোয় খাদ্য সহায়তা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আর কোথাও ওষুধ বা অন্য কোনো সহায়তা দরকার হলে তা নগদ টাকা দিয়ে কিনে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে ১ লাখ ১০ হাজার খাবারের প্যাকেট তৈরি করা হয়েছে। তাতে ১০ কেজি চাল, ৫ কেজি আটা, দুই কেজি লবণ, এক কেজি চিনি, এক লিটার তেল ও নুডলস দেওয়া হয়েছে। কাদের ওই সহায়তা দেওয়া হবে তার তালিকা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তৈরি করলে সেই তালিকা ও চাহিদা অনুযায়ী ওই খাবারের প্যাকেট জেলাগুলোয় পৌঁছে দেওয়া হবে। স্থানীয় সংসদ সদস্য, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ওই সহায়তা দেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মাত নাজমানারা খানুম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা খোলা বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যে চাল ও আটা বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছি। অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও চলছে। তবে চালের চেয়ে আটার চাহিদা এখন পর্যন্ত বেশি। সরকার থেকে আমাদের আরও কোণ কর্মসূচির মাধ্যমে খাবার বণ্টন করতে বললে আমরা প্রস্তুত আছি।’

কারা বেশি বিপদে
অর্থনীতিবিদ ও গবেষকেরা বলছেন, ঢাকাসহ বড় শহরগুলোর দরিদ্র মানুষেরা এ ধরনের সমস্যায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন। গ্রামে কৃষিকাজসহ নানা কারণে সেখানকার দরিদ্রদের একধরনের সামাজিক

নিরাপত্তা থাকে। কিন্তু শহরের গরিবদের আয়, বসতি, খাদ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা শহরের অর্থনীতির সফলতার ওপরে নির্ভরশীল। শহরের অর্থনীতি কোনো কারণে অচল হয়ে গেলে সেখানকার গরিব মানুষেরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন। বাড়িভাড়া থেকে শুরু করে খাবার কেনা সবকিছু তাঁরা নগদ অর্থ দিয়ে কিনে থাকেন। রিকশাচালক, পরিবহনশ্রমিক, হকার, তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিক, অন্যান্য শিল্পকারখানার শ্রমিক ও নিম্নস্তরের কর্মচারীরা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার রাইটসের (বিলস) জরিপ অনুযায়ী, ঢাকা শহরে রিকশাচালক আছে ১১ লাখ। তাদের ওপরে নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা কমপক্ষে ৫০ লাখ। এই রিকশাচালকদের ৯৪ শতাংশ বছরের বেশির ভাগ সময় নানা রোগবালাইতে ভোগেন। বিশেষ করে জ্বর-কাশি, ঠান্ডা, গায়ে ব্যথা, দুর্বলতা লেগেই থাকে। রিকশাচালকের পরিবারের মাসে গড় আয় ১৩ হাজার ৩৮২ টাকা। এর মধ্যে ৬৮ শতাংশই আছে রিকশা চালনা থেকে। ৯০ শতাংশ পরিবারের আয়ের উৎস রিকশা চালনা। এক-তৃতীয়াংশ চালকের কোনো ভূমি নেই।

পরিবহন খাতের সঙ্গে সারা দেশে প্রায় ৭০ লাখ শ্রমিক জড়িত। আর তৈরি পোশাক খাত ও বস্ত্রকলগুলোয় মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪৫ লাখ। কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে এসব শ্রমিকের খাদ্যের জোগান কোথা থেকে আসবে—এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঢাকাসহ বেশির ভাগ বড় শহরে নিম্নবিত্ত মানুষেরা সাধারণত বস্তিতে থাকে। আমাদের জরিপে আমরা দেখেছি, এসব বস্তির ৪০ শতাংশ মানুষের জীবিকা অস্থায়ী ও বেশির ভাগই দিনমজুর। এসব শ্রমিক এখন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে। দ্রুত তাদের তালিকা করে খাদ্য সহায়তা হিসেবে পুষ্টি প্যাকেজ দিতে হবে। আর সামগ্রিকভাবে আগামী দিনের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা করে এগোতে হবে।’

সুত্র-প্রথম আলো

[redacted]

[redacted]